দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 20 FEB 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম 3 ...

# চিঠিপত্র

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন )

## রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ডজন সেশন জট সমস্যা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উত্তরাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ৩০টি বিষয়ে ডিগ্রি প্রদানের এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এখন প্রায় ১৬ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। নিয়মিত পাঠ্যসূচীতে ৪ বৎসরমেয়াদী শিক্ষাকালের (৩ বৎসর সম্মান ও ১ বৎসর মাষ্টার্স) নিয়মিত ৪টি বর্ষের স্থলে এখন ৭টি শিক্ষাবর্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলে যেন আর বের হওয়ার উপায় নেই।

নিয়মিত সর্বোচ্চ ৮ হাজার বিদ্যার্থীর সংকুলনের ব্যবস্থা থাকলেও এখন আছে ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়টি তার ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স হারাতে বসেছে।

ভর্তির সিট বাড়ানো হয়েছে। সে অনুপাতে বাড়েনি আবাসিক হল, পাঠাগারের পুস্তক; বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতি কিংবা চেয়ার টেবিল; বাড়েনি বাসের সংখ্যা। সাংস্কৃতিক চর্চারও সুযোগ বাড়েনি।

আবাসিক ব্যবস্থা: বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১২টি আবাসিক হল (৯টি ছাত্র ও ৩টি ছাত্রী নিবাস) থাকলেও সেখানে ৪৮০০ জনের সংস্থান (আবাসিক সুবিধা) রয়েছে। আর বাকী ১১ হাজারকেই কাটাতে হচ্ছে সাঁৎসেঁতের জীবন যাপন।

এদের অধিকাংশই থাকে এক শ্রেণীর মেস মালিকের আস্তানায়। শহরের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিধারে যেভাবে এসব ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে এবং উঠছে দেখলে মনে হয় যেন 'জেনেভা ক্যাম্প'।

উল্লেখ্য যে, মেসে অবস্থানকারী বিদ্যার্থীদের অধিকাংশই পেটের পিড়ায় ভুগছেন। (বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী)। এসব মেসের অবস্থানকারীদের তাই অনেককেই সারাদিন গগন শিরিষ, মেহগনি, আকাশমণি, কিংবা ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়ায় কাটাতে দেখা যায়। কেউবা লাইব্রেরীতে ঝিমিয়ে সারাদিন পাঠভ্যাস শেষে ফেরেন "জেনেভা ক্যাম্পে"।

অপর দিকে আবাসিক হলগুলোতে মোট স্থান সংকুলানের দিগুণ আড়াইগুণ বিদ্যার্থী অবস্থানের ফলে শিক্ষার পরিবেশ হয়েছে নষ্ট।

লাইব্রেরী সমস্যা: বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী এবং প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব সেমিনার লাইব্রেরী। এগুলোতে যদিও রয়েছে পুরানো অনেক বইপত্র; কিন্তু ছাত্রদের কাজে তার অল্প সংখ্যকই ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে বই ইস্যুর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিজনের জন্য মাত্র ১ খানা করে বই। কিন্তু একজন বিদ্যার্থীকে তার কাঙ্ক্ষিত বইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয় পক্ষকালের পর পক্ষকাল।

অথচ শিক্ষকদের বাসায় বন্দী লাইব্রেরীর অধিকাংশ বই আর ফেরত আসে না। একজন শিক্ষক ১৫টি করে বই তুলেন। কেউ তারও বেশী। ৫০০ শিক্ষক এসব ভাল বইয়ের অধিক সংখ্যক তাদের বাসায় নিয়ে গেলে আর ফেরত দিতে চান না।

বইয়ের জন্য ছাত্রদের ফাইন করলেও শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তার উল্টোটি। বইয়ের অপ্রতুলতা একটি কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি শুধু শিক্ষকদের কারণে।

পরিবহণ সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন বাসগুলি শহর থেকে এবং কাঁটাখালি (জুটমিল) থেকে প্রতিদিন যাতায়াত করে। যেহেতু অধিকাংশ শিক্ষক/ ছাত্র/কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করেন তাই প্রয়োজনের তুলনায় কম বাস থাকায় যাতায়াতে তাদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ছাত্ররা রিতীমত বাদুর ঝোলা হয়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে বাসে উঠেন।

ক্লাস বিল্ডিং এর অপ্রতুলতা হেতু প্রতিদিন নিয়মিত ক্লাস কোন বিভাগেই ঠিকমত হচ্ছে না। বিশেষতঃ পরীক্ষাচলাকালে অধিকাংশ ক্লাস এমনিতে বন্ধ থাকে ঘরের অভাবে। ফলে যেমনি পিছিয়ে যাচ্ছে কোর্স তেমনি বাড়ছে সেশন জট। আর পিছিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষাসমূহ। ক্ষয়ে যাচ্ছে ছাত্র জীবন থেকে এক এক করে ৩।৪টি বৎসর।

এমনি হাজারো সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র।শিক্ষক কর্মচারীদের রয়েছে। এসব সমাধানের লক্ষ্যে কারও দৃষ্টি নেই। গোটা জাতি আর দেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি বহির্ভূত নয়। সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠটি সঠিক পথে পরিচালিত হোক এ প্রত্যাশায় রইলাম।

রেজাউল করিম,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

## মাইগ্রেশন প্রথা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একটি। প্রতি বছর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে এখানে ভর্তির কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এটা একটা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু আর একটা দুঃখজনক ব্যাপার হলো এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে অবাধে মাইগ্রেশন প্রথা চালু আছে। যে ছাত্র দু'টি প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত সে ভর্তি হতে পারে না। অথচ মাত্র দুটি দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্র জগন্নাথ কলেজ থেকে বিনা কষ্টে পরীক্ষা ছাড়া মাইগ্রেশনের মাধ্যমে এখানে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। অথচ এখানে প্রশাসন যারা ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তাদেরকে Waiting list-এর মাধ্যমে ভর্তি করান না। কর্তৃপক্ষ হয়ত বলবেন খালি আসন পুরণের কথা। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলো থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইগ্রেশন করার কোন সুযোগ নেই। এখানে জগন্নাথ কলেজ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্র বিভিন্ন বিভাগে প্রতিবছর আসছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হবে। কারণ ভাল ছাত্র না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল রেজাল্ট আশা করা যায় না।

তাই আমরা এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক, ফোরাম, সিণ্ডিকেট, সকল বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ডীনদেরকে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি যাতে করে মাইগ্রেশন নামক এ ব্যাধি থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত থাকে এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করতে সুযোগ পায়।

নাছির, লতা, তোতা, বিউটি, উমা—পরিসংখ্যান, বাংলা, সমাজতত্ত্ব, দর্শন ও রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।